সংবাদ

তারিখ 7 JUL 2012
পৃষ্ঠা ২

অনুমোদনহীন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও টিটিসির প্রচারণায় বিভ্রান্ত শিক্ষার্থীরা

○ নীরব শিক্ষা প্রশাসন

রাকিব উদ্দিন

কালো তালিকাভুক্ত, বিতর্কিত ও অনুমোদনহীন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনে ছেয়ে গেছে রাজধানীর অলিগলি। বিএড কলেজ, বিতর্কিত ও অনুমোদনহীন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকরা সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে রঙ-বেরঙের পোস্টার ও ব্যানার টানিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রচারণা চালাচ্ছে। অবৈধ ও কালো টাকার প্রভাব এবং বিনাশ্রমে ডিগ্রি অর্জনের জন্য এক শ্রেণীর শিক্ষার্থীও এসব প্রতিষ্ঠানে সারিবদ্ধভাবে ভর্তি হচ্ছে বা অবৈধ প্রচারণায় বিভ্রান্ত হচ্ছে। শিক্ষা প্রশাসন এগুলো দেখেও যেন দেখছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় : জানা গেছে, এবার নতুন অনুমোদিত আটটি ছাড়া বর্তমানে ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। ৫৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ক্যামব্রিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় নেই। অথচ সরকারের অনুমোদন না নিয়েই সংবাদ সংস্থাসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ক্যামব্রিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচারণা চালানো হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা প্রশাসন বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এ বিষয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। রাজধানীর

বিভ্রান্ত : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

বিভ্রান্ত শিক্ষার্থীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফার্মগেট এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বিশাল সাইনবোর্ড টানিয়ে রাখা হয়েছে 'আইডিয়াল ইউনিভার্সিটি'র। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এ নামে সরকার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়নি। জানা গেছে, ইউসিসি কোচিং সেন্টারের মালিক এমএ হালিম টিটু অবৈধভাবে আইডিয়াল ইউনিভার্সিটির প্রচারণা চালাচ্ছেন।

এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈধ প্রচারণার বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) কাজী সালাউদ্দিন আকবর সংবাদকে বলেছেন, 'অনুমোদনের আগে কোন বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের প্রচারণা চালাতে পারে না। তবে এ রকম কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে অবশ্যই সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে'।

বেসরকারি বিএড : শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা ন্যূনতম অনুসরণ না করা, প্রশিক্ষণ না দিয়েই নিছক অর্থের বিনিময়ে সনদ প্রদান, অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকা এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অদক্ষতার অভিযোগে গত বছরের ৬ এপ্রিল সারাদেশের ৩৮টি বেসরকারি বিএড কলেজকে লাল তালিকাভুক্ত করেছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। পরে এগুলোকে শো-কজ নোটিসও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সবকটি প্রতিষ্ঠানই ভর্তি বিজ্ঞাপন দিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঢাকা মহানগর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং মোহাম্মদপুর শেখ জামাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ অন্যতম।

ভুয়া কলেজ : ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, বোর্ডের নাম ভাঙিয়ে টিসি (ট্রান্সফার সার্টিফিকেট) জাল করে বাছাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া শিক্ষার্থীদের এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার অভিযোগ তদন্ত করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড এবার ৯টি কলেজকে চিহ্নিত করে। পরে তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে এসব কলেজ কর্তৃপক্ষকে শো-কজ নোটিস দেয় বোর্ড।

বোর্ড সূত্র জানায়, টিসি জালিয়াতির দায়ে যেসব কলেজ চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হলো রাজধানীর সিটি রয়েল কলেজ, ঢাকা মডেল কলেজ, মিরপুরের রেসিডেন্সিয়াল ল্যাবরেটরি কলেজ, ঢাকার মেট্রোপলিস কলেজ, ওরিয়েন্টাল কলেজ, ঢাকার সোনার বাংলা কলেজ, মিরপুরের হারুন মোল্লা কলেজ, টাঙ্গাইলের আবু আব্বাস কলেজ, জামালপুরের এসএমসি আদর্শ কলেজ, এসএমসি আদর্শ কলেজ।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের সমন্বয় সাব-কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন সংবাদকে বলেন, সারাদেশে অনুমোদনহীন অসংখ্য কলেজ গজিয়ে উঠেছে। এগুলোর নেই কোন কোড নম্বর। নেই ইআইআইএন বা এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আইডেন্টিফিকেশন নম্বর। অনেকে স্কুলের অনুমোদন নিয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজের নাম ব্যবহার করে শিক্ষার নামে ব্যবসা করছে বলেও তিনি জানান।